যায়যায়দিন

তারিখ .... 11 JAN 2009..
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম .... ৩ ......

উপাচার্য বদলের প্রস্তুতি

এম মামুন হোসেন

ক্ষমতার পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উপাচার্য বদলের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। উপাচার্য পদ গ্রহণে আগ্রহীরা ইতিমধ্যেই লবিংয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। একইভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগের জন্য গঠিত সার্চ কমিটির সদস্যদের বদল করা হতে পারে। চলতি মাসের মধ্যেই এসব পরিবর্তন সম্পন্ন হবে। মন্ত্রণালয় সূত্রে একথা জানা গেছে।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান প্রফেসর নজরুল ইসলাম যায়যায়দিনকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রদবদল, নিযুক্তি, বদলি এগুলো ইউজিসি করে না। উপাচার্য নিয়োগের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সার্চ কমিটির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, নতুন সরকার এ ধারণাকে সমর্থন করবে বলে আমার আশাবাদ। জোট সরকারের আমলেই সার্চ কমিটির ধারণাটি গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে আরেকটু আপডেট করা হয়েছে। সার্চ কমিটির মাধ্যমে যেসব উপাচার্যকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে সে ব্যাপারে তিনি বলেন, সার্চ কমিটি নির্দলীয়ভাবে তৈরি করা হয়েছিল এবং কমিটি যাদের নিয়োগ দিয়েছেন আশা করি এ সরকার তাদের রদবদল করবেন না। সার্চ কমিটির মেম্বারদের বদল করা হলেও হতে পারে।

জানা গেছে, দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্য নিয়োগের মাধ্যমে এ পরিবর্তন শুরু হতে পারে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য প্রফেসর ড. এস এম এ ফায়েজের মেয়াদ ইতিমধ্যেই একবার উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এ মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। দেশের সর্ববৃহৎ এ বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ভিসি হওয়ার ব্যাপারে কয়েকজন শিক্ষকের নাম জোরেশোরে শোনা যাচ্ছে। তাদের মধ্য থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হবেন বলে জানা যায়। তাদের মধ্যে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর কাজী শহীদুল্লাহ, প্রফেসর শরীফুল্লাহ ভূইয়া, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন হারুনুর রশীদ অন্যতম। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দলনিরপেক্ষ ভূমিকা পালনের জন্য আরেফিন সিদ্দিক অন্যদের তুলনায় এগিয়ে রয়েছেন।

> উপাচার্য পদ গ্রহণে আগ্রহীরা ইতিমধ্যেই লবিংয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষক ধর্মঘটে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় অচল। নতুন উপাচার্যের অপেক্ষায় জাবি প্রশাসনে স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মুনিরুজ্জামান গত বছরের ২৪ মার্চ থেকে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করছেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোনো কোনো উপদেষ্টার সঙ্গে ক্যাম্পাসে বর্তমান ভারপ্রাপ্ত ভিসির অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল এ ধরনের মন্তব্য করেন অনেকেই। পরবর্তী ভিসি কে হচ্ছেন এ নিয়ে ক্যাম্পাসে চলছে নানা গুঞ্জন। এদিকে শিক্ষক ধর্মঘটে দীর্ঘদিন বন্ধ আছে ক্লাস। আগে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চললেও সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্থবির হয়ে পড়েছে গোটা জাবি প্রশাসন। গুরুত্বপূর্ণ এসব কাজ সম্পাদনের জন্য প্রশাসন এখন নতুন ভিসি নিয়োগের দিকে তাকিয়ে আছে। সাবেক ভিসি অধ্যাপক খন্দকার মুস্তাহিদুর রহমানের দায়িত্ব পালনের শেষ পর্যায়ে মন্ত্রণালয়ের এক নিষেধাজ্ঞায় জাবিতে সব ধরনের নিয়োগ বন্ধ করা হয়। এতে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ প্রায় [illegible] শতাধিক

[illegible]

উপাচার্য বদলের প্রস্তুতি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

নিয়োগ আটকে রয়েছে। পটপরিবর্তনের পর থেকে নতুন ভিসি হিসেবে কে নিয়োগ পেতে পারেন সে ব্যাপারে চলছে হিসাব-নিকাশ। শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের মতে, অধ্যাপক শরীফ এনামুল কবির ও অধ্যাপক আবদুল বায়েসের মধ্য থেকে কেউ একজন পেতে পারেন নতুন উপাচার্যের দায়িত্ব। এদিকে ক্যাম্পাস উত্তপ্ত হয়ে ওঠার আগেই নির্বাচনের পরদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ফার্মাসি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মাফরুহী সাত্তার তার পদ থেকে পদত্যাগ করেন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় সার্চ কমিটি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ট্রেজারার প্রফেসর ড. আবু হোসেন সিদ্দিককে চার বছরের জন্য সেখানকার উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেয়। বর্তমানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারারের দায়িত্বও পালন করছেন। একটি দলের তকমা লাগানো আছে বলে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদেও পরিবর্তন আসতে পারে। শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন চরম পর্যায়ে পৌঁছলে সার্চ কমিটির মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ প্রজনন ও কৌলী তত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর ড. শাহী আলমকে নিয়োগ দেয়া হয়। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উপাচার্য পদে পরিবর্তনের গুঞ্জন চলছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শেকৃবিকে বিশ্ববিদ্যালয় রূপান্তর করার পর ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর বাকৃবির কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের প্রফেসর শাহাদাতউল্লাহকে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেন। প্রথম উপাচার্য হিসেবে পূর্ণ মেয়াদ শেষ করার আগেই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর একই বছরের ৫ ডিসেম্বর বাকৃবির সাদা দলের শিক্ষক ড. এ এম ফারুক এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পান। সাবেক উপাচার্য প্রফেসর শাহাদাতউল্লাহ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি কৃষিবিদ বাহাউদ্দিন নাছিমের শিক্ষক হিসেবে ক্যাম্পাসে পরিচিত। আবার উপাচার্য হিসেবে তিনি নিয়োগ পেতে পারেন বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের মাঝে জোর আলোচনা চলছে।

জোট সরকারের আমলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রফেসর বদিউল আলমকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ দেয়া হয়। উপাচার্য হিসেবে তার মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে। এখন ক্যাম্পাস অপেক্ষা করছে নতুন উপাচার্যের জন্য। নির্বাচনের পরপরই ৩ জানুয়ারি ক্যাম্পাস উত্তপ্ত হওয়ার সম্ভাবনায় প্রক্টর প্রফেসর জসীমউদ্দিন ও সহযোগী প্রক্টর মাহবুবুল হক পদত্যাগ করেন। ক্যাম্পাসে যে কোনো সময় বড় ধরনের সংঘর্ষের সম্ভাবনা রয়েছে। এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে শিবির আধিপত্য ধরে রেখেছে। ছাত্রলীগ ছাত্রাবাসগুলোতে আধিপত্য বিস্তারের জন্য প্রস্তুতি নিতে যাচ্ছে। ক্যাম্পাসে শিবিরের সঙ্গে ছাত্রলীগের বড় ধরনের সংঘর্ষের সম্ভাবনা রয়েছে। ক্যাম্পাস খোলা থাকলেও থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছে।

গত বছরের মাঝামাঝি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রফেসর ড. আলতাফ হোসেনকে অপসারণ করা হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. মামনুনুল কেরামত বর্তমানে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করছেন। ক্যাম্পাসে নতুন উপাচার্য হিসেবে কয়েকজন শিক্ষকের নাম জোরেশোরে শোনা যাচ্ছে। তারা হলেন প্রফেসর আবদুস সোবহান, প্রফেসর আতফুল হাই শিবলী, প্রফেসর শাহ নেওয়াজ, প্রফেসর এন্তাজুল হক, প্রফেসর মিজানুদ্দিন, প্রফেসর আনন্দ কুমার সাহা, প্রফেসর ফায়েকুজ্জামান, প্রফেসর এম এ হায়দার, প্রফেসর মোজাফফর হোসেন, প্রফেসর মো. নূরুল্লাহ, প্রফেসর মোখলেসুর রহমান, প্রফেসর চৌধুরী সারোয়ার জাহান চৌধুরী। দুই-তিনদিনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে উপাচার্য নিয়োগের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সুপারিশ করা হবে। জোট সরকারের আমলে ২০০৫ সালের জুনে জিয়া পরিষদের ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ফয়েজ মুহাম্মদ সিরাজুল হককে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়। নির্বাচনের পর এখনো উপাচার্য ক্যাম্পাসে আসেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রফেসর ড. এ কে এম মতিনুর রহমান ৪ জানুয়ারি পদত্যাগ করেন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. এম আমিনুল ইসলামকে জোট সরকারের শেষ কর্মদিবসে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। ১৪ মে ২০০৬ সালে ছাত্র বিক্ষোভের মুখে ছয় মাস ক্যাম্পাস অচল ছিল। সে সময় উপাচার্য ড. মোসলেউদ্দিন আহম্মেদ পদত্যাগ করলে আমিনুল ইসলামকে ভিসি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। বর্তমান ভিসি ও প্রক্টর গোলাম আলী হায়দার চৌধুরীর বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে, তারা সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র সেন্সর করেছেন, ক্যাম্পাসে নাটক ও পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠান বন্ধ করেছেন এবং ছেলেমেয়েদের জুটি ধরে হাঁটতে দেখলে চড়-থাপ্পড় দিয়েছেন। বিতর্কিত প্রক্টর সোমবার পদত্যাগপত্র জমা দিলেও ভিসি তা গ্রহণ করেননি। গত দুই বছরে যে একটি নিয়োগ হয়েছে সেই নিয়োগ নিয়েও বিতর্ক রয়েছে।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবারই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষককে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিশারিজ অ্যান্ড মেরিন রিসোর্স টেকনোলজি ডিসিপ্লিনের প্রধান প্রফেসর ড. মো. সাইফুদ্দিন শাহকে সার্চ কমিটির মাধ্যমে গত নভেম্বরে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে একমাত্র রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত ক্যাম্পাস হলেও পলিটিক্যাল গ্রুপিং আর লবিংয়ের জন্য কোনো উপাচার্যই তার মেয়াদ পূর্ণ করতে পারেননি। বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে উপাচার্য 'আমার বঙ্গবন্ধু' শিরোনামে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন। বর্তমান সরকারের নীতির সঙ্গে মিল রয়েছে বলে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদে রদবদলের সম্ভাবনা খুব কম বলে মনে করছেন বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্টরা। ১৪ নভেম্বর সার্চ কমিটির মাধ্যমে কৃষি অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর ড. এম এ সাত্তার মণ্ডলকে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ দেয়া হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় কয়েকজন শীর্ষ উপদেষ্টার সঙ্গে তার সখ্য ছিল। বর্তমানে ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলেও যে কোনো সময় উত্তপ্ত হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে।

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর ড. গোলাম মাওলাকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার অপসারণ করে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. জিহাদুল করিমকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সঙ্কটকে কেন্দ্র করে এখানে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন বর্তমানে কিছুটা স্বাভাবিক থাকলেও শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করেন এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা।